Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.104-113
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাঁওতালি লোকসঙ্গীতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

অঞ্জন কর্মকার
সহকারী অধ্যাপক, সাঁওতালি বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ ভারত

Abstract

Santal tribe is one of the primitive inhabitants of India. From birth to death, its own rules and rituals are unique. Santal life is full of dance and song. Santali folk Song has different tunes, the variety of rhythm and the spontaneity of the expression is wonderfully appealing. The musical instruments used in Santali folk Song are Tumdak (Drum), Tamak (Cattle Drumn), Triyo (Flute), Banain (Fiddle) etc.

Santali folk song is not only a source of joy or inspiration Because Here, science consciousness. Socialism, past-tradition, history, mythology, religious ideas, poetics and livelihood are mixed together. Suntali folk Song is unique in its diversity and characteristics. Secular and religious Song is full of life, family and social life by listening to humanity. The central point of Santal life and religion is nature's plants, forests rivers, streams, animals, moon and sun etc. Images of group consciousness and unity can be seen everywhere in Santali folk Song. In the evening Tumdak (Drum) and Tamak (Cattle Drum) from rhythm mixes with the sound of Santali folk songs from Santal Village Which touches our mind and heart. Santali folk music is performed with dance accompaniment. They are Dong, Lagre, Baha, Saharai, Karam, Dansai, Pata etc. All these folk songs have been flowing from prehistoric times to poetic imagination, artistic thinking, and sense of humour and construction techniques along with the spread of literature for ages, generations after generations. This research essay presents a brief Introduction to Santali folk Song

Key Word: Suntal, Folk Song, Folk Dance, Plants, Religious.

সাঁওতালি লোকসঙ্গীত সাঁওতাল সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ও সজীব উপাদান। এই লোকসঙ্গীত অত্যন্ত প্রাচীন যা সাঁওতাল জীবন চিত্রকে তুলে ধরে। এ প্রসঙ্গে বলি সাঁওতালি লোকসঙ্গীত পাহাড়ি বার্গার মতোই চঞ্চল ও স্বতঃস্ফূর্ত, নীল আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখির মতোই স্বাধীন ও বনফুলের মতোই সৌন্দর্য মণ্ডিত। সাঁওতালি লোকসঙ্গীতের প্রকাশ "তুমদাঃ- টামাক' (ধমসা- মাদোল) এর তালে তালে নৃত্যের সঙ্গে ছন্দে যা এক অনাবিল আনন্দের জগতে আমাদের নিয়ে যায়। ডু সুহৃদকুমার ভৌমিক সাঁতালি লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেছেন "সাঁওতালি লোকসঙ্গীত বিষয়-বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে খুবই উন্নত।..... তাদের সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় চেতনা, সংস্কার আনন্দানুভূতি সব বিবরণ লোকসঙ্গীত গুলিতে বিস্তৃত ।

সুর, ছন্দ ও তালের বৈচিত্রতার নিরিখে অনেক প্রকারের সাঁওতালি লোকসঙ্গীত দেখতে পাওয় যায়। যেমন- দং, লাগড়ে, বাহা, সহরায় লাগায়, কারাম, পাতা, সিকার প্রভৃতি। এখন দেখে নেওয়া যাক সাঁওতালি সঙ্গীতের

সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

১. দং: সাঁওতালি লোকসঙ্গীতের একটি অন্যতম উপাদান হল দং । দং মূলত জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুর সময় গাওয়া হয়ে থাকে । স্থান ও সুরের ভিন্নতা অনুসারে দং অনেক রকমের দেখতে পাওয়া যায়। যেমন এতহপ দং, দুহলি দং, লাগড়ে দং তাছাড়া সোজহে দং, বার তাড়ান দং, বুডহি দং, সুনুম সাসাং দং, দারাম দাঃ দং, তাড়াম দং, পে তাড়াম দং, বালায়া দং, ভাঁড়ান দং প্রভৃতি ।

সন্তান জন্ম গ্রহনের সময় যে দং গান গাওয়া হয় তাকে "ছাটিয়াঁর দং বলা হয়। এই পর্বের গানে নবাগত শিশুর জন্মগ্রহনকে কেন্দ্র করে আন্দোচ্ছাস ও স্বাস্থ্য বিধির কথা লক্ষ্য করা যায়। যেমন –

"অকয়াঃ রাচারে দাঃ ভুমবুকেন
দাঃ ভুমবুকেন মানা চাওলে বুহোলেন।
ফালনাওয়াঃ রাচারে দাঃ ভুমবুকেন
দাঃ ভুমবুকেন মানা চাওলে বুহোলেন।" [দং সেরেঞ]

অনুবাদঃ

কার উঠোনে জলের তোড় উথলে উঠে
জলের তোড়ে ও গো চাল বয়ে যায়;
অমুকের উঠোনে জলের তোড় উথলে উঠে
জলের তোলে উথলে উঠে ও গো চাল বয়ে যায়। দং লোকসঙ্গীত

এই লোকসঙ্গীতে "বুমবুক" দা অর্থাৎ "উথলে উঠে জলের তোড় 'নবজাতকের জন্মগ্রহন' আর 'চাওলে বোহেল' অর্থাৎ 'চাল বয়ে যাওয়া' 'জীবন প্রবাহের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার হয়েছে।

বিষের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাঁওতাল বিবাহে অনেক প্রকার গান গাওয়া হয় তার মধ্যে 'ইতুৎ সিঁদুর' অর্থাৎ "সিঁদুর দান" পর্বে যে দং, গান গাওয়া হয় তার মধ্যে একটি পান হল এই রূপ-

জিরিহিরি বেড়ায় রাকাপ
পুবের সাদমরে যুগের তিরি;
মড়ে গটাং উল সাকাম
ইরচি আদিঞ চম বাং চম
বুঁদিম কানেম জনম জনম ।" [দং সেরেঞ]

অনুবাদ :

ঝিকিমিকি সূর্য ওঠে ;
পূবের ঘোড়াতে সখা তুমি ;
পঞ্চ আম পাতায়
জল ছেটালে কি ছেটালে না !
আপান করে নিচ্ছ জন্ম জন্মান্তর। [দং লোকসঙ্গীত]

ভাঁড়ান অর্থাৎ শ্রদ্ধানুষ্ঠানের সময়েও ট্রাজেডি মূলক দং লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় । মৃত্যুর পর যে বিচ্ছেদ তার থেকে বড় ট্রাজেডি কিছু নেই । তাই মৃত্যু বিয়োগের পর দেহ-আত্মাকে গ্রাস করে বিষাদ ময়তা আর তা

থেকেই জন্ম হয় 'এলিজি' বা 'শোক কবিতা' । তাই 'ভাডান দং গুলিকে বলা যেতে পারে 'এলিজি' কবিতার আদিরূপ । এখন দেখে নেওয়া যাক একটি ভাঁড়ান দং-

"হায়রে হায়রে তওয়া দারেতিঞ দ
তওয়া দারে দ গো গুরেনতিঞদ
তকা কনড ইঞ দাঁড়ালেরে
তওয়া দারে রেয়াঃ রূপ দঞ ঞেলঞাম তায়া ?

হায়রে হায়রে নিন দারা দ
সিম হপন লেকায় গুগুলেৎ লেয়া,
তেহেঞ দ গো, সিম হপন লেকা,
তেহেঞ দ গোম কটা বীগি ওটো আলেয়া।

হায়রে হায়রে নিন দারা দ
জাঁহা খনলে হিজুঃআ,
এগাঁঞ দ দুওয়ীররে দুডুপ কাতে
কিসনি হপন লেকায় চেরেচ্ দারাম লেয়া।" [দং সেরেঞ]

অনুবাদ:

হায়রে হায়রে জননী আমার
হায়রে মাতৃ আমার মারা গেলেন;
কোথায় গেলে পরে
মায়ের রূপ দেখতে পাবো?

হায়রে হায়রে এতো দিন ধরে
মুরগি বাচ্চার মতো আগলে রেখে ছিল,
আজকে ত মুরগি বাচ্চার মত
আজকে ত গো ছেড়ে চলে গেল।

হায়রে হায়রে এত দিন ধরে
যেখানে থেকেই আসিনা কেন
জননী দুয়ারে বসে
শালিক শাবকের মত আদর করতেন। [দং লোকসঙ্গীত]

এই গানের ছত্রে ছত্রে কোন মাতৃহারা অভাগার বা অভাগীর জীবন যন্ত্রনার কথা ফুটে উঠেছে।

২. লাগড়ে: লাগড়ে কথার অর্থ হল 'লাঁগা এড়ে' অর্থাৎ 'ক্লান্তি দূর করা'। কথিত আছে 'লাগড়ে' লোকসঙ্গীতের সুরের মূর্ছনায় স্বর্গ থেকে দেবকন্যারা মোহিত হয়ে নেমে আসেন লাগড়ে আখড়ায়। লাগড়ে লোকসঙ্গীত গাওয়ার নির্দিষ্ট কোন সময় বা স্থান নেই অর্থাৎ যে কোন সময় আর যে কোন জায়গাতেই লাগড়ে সঙ্গীত গাওয়া যায়। লাগড়ে লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বাবুলাল মুরমু বলেছেন "সাঁওতালদের অনান্য নাচ

ও গানের দিক দিয়ে, লাগড়ে নাচ ও গান অন্যতম। অন্যান্য গানের চেয়ে লাগড়ে গান তাদের কাছে অতি প্রিয়।……. লাগড়ে গানের একটি ঐতিহ্য আছে।”[২]

কথা ও সুরের তারতম্য অনুসারে অনেক রকমের লাগড়ে লোকসঙ্গীত দেখতে পাওয়া যায়। সে গুলি হল এতহপ লাগড়ে, সৌরদি লাগড়ে, কুলহি মুচাৎ লাগড়ে বা ঝীরুমঝাঃ, লাগড়ে-দং-লাগড়ে, সিকারিয়াঁ লাগড়ে, ঝিকী লাগড়ে, টুহুই লাগড়ে প্রভৃতি। যেমন –

“জম আবন ক্রুয়াবন
রীসকীরেবন তাঁহেনা ;
জিয়ন গাড়া রেয়াঃ
দাঃবন ঞুয়া। [লাঁগড়ে সেরেঞ]

অনুবাদ:

খেয়ে দেয়ে পান করে
আনন্দে দিন কাটাবো ;
জিবন নদীর জলপান করে
মহানন্দে কাটাবো। [লাঁগড়ে লোকসঙ্গীত]

৩. **হেড়হেৎ:** দল বেঁধে মাঠে কাজ করতে আসা-যাওয়ার সময় ও বিশেষ করে খেতের আগাছা নিড়ানোর সময় মেয়েরা এক ধরনের গান গায় তাকে ‘হেড়হেৎ সেরেঞ’ বলা হয়। ‘হেড়হেৎ’ এর অর্থ ‘নিড়ানো’ চাষবাস ও জীবের দুখঃ-বিরহের কথা ‘হেড়হেৎ সেরেঞ’ (নিড়ানো সঙ্গীতে) বেশি শোনা যায় । যেমন –

“তাহারেতা নানা তারনা
তাহারেতা নানা হো,
তাহারেতা নানাজে;
সিম ক মাক রাঃ
কেদা মারাঃকমাক হেঁয়ো হিঁজোড়া;
জুরি গো, এগো জুরি
ঠেঁগা ঝাবা সাব কাতে
কীমিন জুরি হো দোগো পাঁজা কম।
চেতান টলা, লাতার টলা দোগো পাঁজা কম।
চেতান টলা, লাতার টলা দাঁড়া রাকাপ দাঁড়া নাড়গো কেৎ
লাতার টলারে
কীমিন গো জুরিঞ ঞাম আকাৎ ক।” [হেডহেৎ সেরেঞ]

অনুবাদ:

মোরগেরা ডাক দিল
ময়ূরেরা রব তুললো –
ওগো প্রিয়, ওগো প্রিয় মাটির ঝড়া হাতে নিয়ে কাজের লোক খোঁজ।
উপরপাড়া – নামোপাড়া খুঁজে দেখ না।

উপরপাড়া – নামোপাড়া ঘুরে ঘুরে,
নামোপাড়াতে
কাজের লোক পেলাম গো। [হেড়হে লোকসঙ্গীত]

৪. **সহরায়:** সহরায় হল সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সব চেয়ে বড় উৎসব। পঞ্চ দিবা পঞ্চ নিশি সহরায় পরবের ব্যপ্তি। তাই সহরায়কে ‘হীতি লেকান সহরায়’ অর্থাৎ হাতির মতো সহরায়’ বলা হয়। এ প্রসঙ্গে সুধীর কুমার করণ বলেছেন – “সাঁওতাল সমাজের সবচেয়ে বড় পরবের নাম হল ‘সোহরাই’। যেমন-তেমন পরব নয়, ‘হাতির মত পরব’। বনভূমির সাথে যাদের নিবিড় সম্পর্ক, কেবলমাত্র তারাই এমন উপমা তৈরি করতে পারে।… .. সহরায় শুধু বড় নয় হাতির মত বড়।”[৩]

সহরায় এ গাওয়া গানকে ‘সহরায় সেরেঞ’ অর্থাৎ সহরায় সঙ্গীত বলা হয়। সহরায় লোকসঙ্গীতে জীবনের সুখদুঃখ, হাসি-কান্না, জীবন-দর্শন প্রভৃতির কথা খুব সহজ সরল ভাবে বর্ণনা করা আছে –

‘‘নেংগীঞ নীপুঞ নাতোরে
তুমদীঃ টামাক্ সাড়েঃকান,
তুমদীঃ টামাক্ দুল দুলীঃকান !

বাং দ বাং দ হাসা খল,
বাং দ বাং দ ধিরি খল,
আধা সিকীর দিসমমা দুল দুলীঃকান !

নেংগীঞ নীপুঞ নাতো জুরি
চালাঃ গেচ’ সানীঞকান,
নেংগীঞ নীপুঞ নাতো জুরি নিদি নীগুঞমে ।” [সহরায় সেরেঞ]

অনুবাদ:

ঐ যে আমার জন্মভূমিতে
লাগড়া-মাদল বাজছে,
লাগড়া মদলের তালে আন্দোলিত হচ্ছে!

নাজে বাবা পাথরের খোল
নাজে বাবা মাটির খোল
অর্ধ সিকার দেশ যেন আন্দোলিত হচ্ছে!

জন্মভূমিতে প্রিয়
মন যে আমার যেতে চাই,
জন্মভমিতে আমায় নিয়ে চলনাগো। [সহরায় লোকসঙ্গীত]

৫. **বাহা:** বসন্তের আগমনে প্রকৃতি যখন নব কিশলয়ে আর ফুলে ফুলে ভরে উঠে তখন প্রকৃতির সন্তান সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ প্রকৃতি বন্দনায় মেতে উঠে বাহা পরবের মধ্য দিয়ে। এই বাহা পরবে যে লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় তাকে “বাহা সেরেঞ” বা বাহা সঙ্গীত বলা হয়। বাহা লোকসঙ্গীতে প্রকৃতি বন্দনার সাথে পরিবেশ ভবনা ও ধর্মীয় ভাবনার কথা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে ড. সুহৃদ কুমার ভৌমিক বলেছেন

"বাহা সেরেঞ বা বসন্ত কালীন সঙ্গীত হল বসন্তোৎসবের গান। বাহা অর্থাৎ ফুল। পুষ্প-নৃত্যের (বাহা-এনেচ) সঙ্গে যুক্ত হয় পুষ্প রাগ বা 'বাহা রীড়' অর্থাৎ বসন্ত বাহার। খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই উৎসব।"[8] এখন দেখে নেওয়া যাক একটি বাহা লোকসঙ্গীত -

"হেসাঃ মা চটেরে, জা গোঁসায়!
তুদে দয় রাঃ লেৎ,
বাড়ে মা লাড়েরে, জা গোঁসায়!
গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেৎ।

দেস চং ঔচুরেন, জা গোঁসায়!
তুদে দয় রাগে লেৎ,
দিসম চং বিহুরেন, জা গোঁসায়
গোতরোৎ দয় সাঁহেৎ লেং ।

আঁজমমেসে নায়কে এরা
জাঁ গোসায় তুদে দয় রাঃ লেৎ,
আতেন মেসে নায়কে এরা
জা গোসায় গোৎরোৎ দয় সাহেৎ লেৎ ।

আজমতেহঞ আঁজম কেদা
জা গোসায় তুদে দয় রাঃ লেৎ
আতেনতেহঞ আতেন কেদা
জা গোসায় গোৎরোৎ দয় সাহেৎ লেৎ ।" [বাহা সেরেঞ]

অনুবাদ:

অশ্বত্থ বৃক্ষের চূড়ায় হে প্রভু
কাঠঠোকরা গান গেয়ে ছিল;
বট বৃক্ষের কোটরে হে প্রভু
গোরোৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।

পৃথিবী আবর্তন হল হে প্রভু
কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল;
পৃথিবী পরিক্রমন হলো হে প্রভু
গোরোৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল।

শোনো শোনো ওগো নায়কে-মাতা
কাঠঠোকরা গান গেয়ে ছিল;
শোনো শোনো ওগো নায়গে-মাতা
গোরোৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল ।

শুনেছি শুনেছি আমি
হে-প্রভু কাঠঠোকরা গান গেয়েছিল
শুনেছি শুনেছি আমি

হে-প্রভূ গোরোৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়ে ছিল। [বাহা লোকসঙ্গীত]

এই বাহা লোকসঙ্গীতে প্রকৃতির এক আপার রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। বসন্ত কালের শুভারম্ভে প্রকৃতির বদলে যাওয়া রূপের মাঝে পশুপাখি ও জীবযন্তুদের আচার আচরন পৃথিবীর আবর্তন ও পরিক্রমনের ইঙ্গিত খুব সহজ সরল ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এভাবে এই গানটি বিজ্ঞান চেতনা, ভৌগলিক চেতনা ও আধাত্মীক চেতনায় পরিপূর্ণ।

৬. **পাতা:** 'পাতা' শব্দের সাধারণ অর্থ হল মেলা বা উৎসব। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলা বা মিলন ক্ষেত্রকে পাতা বলা হয়। 'পাতা' বা মেলাতে এই লোকসঙ্গীত নৃত্য সহযোগে গাওয়া হয়। মেয়েরা 'পাঞচি পারহাড়' অর্থাৎ শাড়ি আর ছেলেরা 'পাঞচি ধুতি' পরে দল বেঁধে - তুমদাঃ - টামাক, নাগাড়া, মাদল, রেগড়া, কাসর-ঘন্টা প্রভৃতি নিয়ে পাতা নাচে সামিল হয়। যেমন - চাকলতোড়ের ছাতা পাতা, পাটাবিন্ধা পাতা, বুরু পাতা প্রভৃতি। পাতা লোকসঙ্গীতে একটি নমুনা এই রূপ

"বিরবুরুঞ দাঁড়া
কেদা গোটা বিরিঞ দাঁড়া কেদা;
তিমিন সাগিঞরে দ জিরাঁডাঁর
রেয়াড় ঝারনা দাঃ।

সারজম সাকাম হেট্ওয়েজ মেসে
সেরমা দাঃদ আতাংমে;
ইঞাঃ জিউয়ি জালা জিরাঁডাঁর
দাঃ দ ইমাঞমে।

বুরু বঁগা জাহাঁম খজিঞা
অনাঞ এমামা;
জুরি গাতেলিঞ আপাদাকান
ঞাপাম কালিঞমে।" [পাতা সেরেঞ]

অনুবাদ:

পাহাড় জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম
বনে বনে ঘুরে বেড়ালাম;
কত দূরে বলো সখি
শীতলী ঝর্ণার জল।

সাল পাতা তুলে নিয়ে
বৃষ্টির জল ধারন করে,
আমার জীবনের জ্বালা সখী
মিটিয়ে দাওনা গো।

পাহাড়ি দেবতা যা চাইবে
তাই দেবো গো!
প্রেমিক যুগল মোরা হারিয়েগেছি
মিলিয়ে দাওনা গো। [পাতা লোকসঙ্গীত]

এই সাঁওতালি পাতা লোকসঙ্গীতে বিরহের ছবি খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে। বিচ্ছেদের পর বিরহের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতে থাকে তাই প্রেমের অনুভূতিতে বিরহের স্থান অনেক বড়ো। বিচ্ছেদে শরীরের মৃত্যু না হলেও মনের মৃত্যু হয়ে থাকে। বিচ্ছেদের বিরহে বুক ফেটে চৌচির হয়ে যায় আর সেই অনুভূতি থেকে জন্ম হয় হৃদয় বিদারি লোকসঙ্গীত বা কবিতা। এই পাতা লোকসঙ্গীতটি একটি অত্যন্ত উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ।

৭. **দাঁশায়:** 'দাঁশায়' এর সময় দাঁশায় লোকসঙ্গীত গাওয়া হয়ে থাকে। দাঁশায় নৃত্যগীতে ছেলেরা মেয়েদের মতো সেজে, ময়ুর পালক হাতে নিয়ে দাঁসায় লোকসঙ্গীত নৃত্য সহযোগে পরিবেশন করে। দু রকম দাঁশায়ের সন্ধান মেলে 'ভুয়ীং দাঁশায়' আর 'লবয় দাঁশায়'। 'ভুয়ীং দাঁশায়-এ ভুয়াং অর্থাৎ লাওয়ের তৈরী বাদ্যযন্ত্র সহযোগে দাঁশায় নৃত্যগীত পরিবেশিত হয় আর 'লবয় দাশায়'-এ লাগড়া, মাদল, করতাল সহযোগে দাঁশায় নৃত্য পরিবেশিত হয়। দাঁশায় লোকসঙ্গীত ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ভাবনায় পূর্ণ। যেমন দাঁশায় এর শুরুতে আখড়া জাগানো হয়। তখন যে গান গাওয়া হয় তাকে আখড়া জাগানোর গান বলা হয়। তার মধ্যে একটি হল –

"আখড়া জাগাও জাগাও আবো সতে সঙ
গুরুব জাগাও জাগাও ক সতে সঙ
আখড়া জাগাও গুরুব জাগাও জাগাও ক
সরস্বতীরে গুরু মেলারে রন ক জাগাওয়া।" [দাঁশায় সেরেঞ]

অনুবাদ:

আখড়া জাগিয়ে তোল সকলে মিলে
গুরু কে জাগিয়ে তুলবো সকলে মিলে;
আখড়া জাগিয়ে গুরুকে জাগিয়ে
সরস্বতী নদী তীরে রন জাগাও হে। [দাঁশায় লোকসঙ্গীত]

এই গানটিতে ইতিহাসের স্বরসতী নদীতীরে গুরুদের আখড়া ও তাকে পাহরা দেওয়ার কথা ফুটে উঠেছে। এই দাশীয় লোকসঙ্গীতে ইতিহাস ও পুরাণাশ্রীত ঐতিহ্য-সচেতনতার ভাবনা উৎকৃষ্ট কাব্যের মতো ফুটে উঠেছে। লোকসঙ্গীতটিতে পুরান বর্ণীত সরস্বতী নদী তীরে 'রন' জাগানোর ইঙ্গিৎ লক্ষ্য করা যায়। 'রন' কথার অর্থ হল সাঁওতালিতে 'পাহারা' ও 'কুয়াশাছন্ন আকাশ'। সাঁওতালি 'রন' শব্দ প্রসঙ্গে পি. ও. বোডিং তার অভিধানে (A Santali to English Dictionary) লিখেছেন Ron – The Call of night wacth (Village Chwakidar); to Call out.[৫]

এ প্রসঙ্গেবলি এখানে 'রন' অর্থে 'পাহারা' দেওয়াই বিশেষ প্রযোজ্য। কারণ বহিঃশত্রুদের হাত থেকে রক্ষ্যাহেতু সরস্বতী নদী তিরে 'রন' জাগানোর ইঙ্গিত বহন করে। এই সরস্বতী নদীর কথা ঋকবেদেও পাওয়া যায় ''সরস্বতি সরযুঃ সিন্ধুরুমিভিমহো মহীরবসা যন্তু বক্ষণীঃ।"[৬]

৮. **কারাম**: কারাম হল কৃষিজীবি সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব। কারাম উৎসবের সময় 'কারাম লোকসঙ্গীত গাওয়া হয়। কারাম অনেক রকমের দেখতে পাওয়া যায় যেমন- যাওয়া কারাম, মরা কারাম, বুডহি কারাম, ডাঁগুওয়ী কারাম প্রভৃতি। একটি কারাম লোকসঙ্গীত হল-

"তাহারেতা নানা তারনা না না না হো--২
তাহা রেতারে না না না হো--২
চেতান কুলহি নায়োয় দাঁড়াকে;

লাতার কুলহি নায়োঞ দাঁড়াকে;
তোকা কুলহিরে কারাম নায়ো ক বিৎ আকাদা?

চেতান কুলহি বীবু দাড়ান মে;
লাতার কুলহি বীবু দাড়ান মে;
তালা কুলহিরে কারাম বীবু ক বিৎ আকাদা।
দেন সেগো নায়ো সাজনি;
দেন সেগো নায়ো বাজোনি;
নিঞদোঞ চালাঃ নায়ো এনেচ্ আখড়া।” [কারাম সেরেঞ]

অনুবাদ:

তাহারেতা নানা তারনা না না না হো--২
তাহা রেতারে না না না হো--২

উপর পাড়া মা গো ঘুরে এলাম;
নামো পাড়া মা গো ঘুরে এলাম;
কোন পাড়াতে মাগো করম ডাল পুঁতেছে?
উপর পাড়া বাবু ঘুরে এসো;
নামো পাড়া বাবু ঘুরে এসো;
মাঝ পাড়াতে করম ডাল পুঁতেছে।
দাওনা মা গো আমায় সাজিয়ে
দাওনা মা গো আমায় মাজিয়ে;
আমি যাব নাচ-গানের আখড়ায়। [করম লোকসঙ্গীত]

৯. সেঁদরা: সেঁদরা এর অর্থ ‘শিকার’। শিকার উৎসবের সময় যে লোকসঙ্গীত গাওয়া হয় তাকে ‘সেঁদরা সেরেঞ’ অর্থাৎ ‘শিকার সঙ্গীত’ বলা হয়। এই ‘সেঁদরা সেরেঞ’ (শিকার সঙ্গীত) দুই রকমের আছে একটি হল ‘সিঞ-সিঞরীয়’ আর একটি হল ‘বির- সিঞরীয়’’ বা ‘কুড়িয়ী সিঞরীয়’’। ‘সিঞ- সিঞরীয়’’ দিনের বেলা সকলের সামনে গাওয়া হলেও ‘বির সিঞরীয়’’ বা ‘কুড়িয়ী সিঞরীয়’’ রাতের বেলা ও বনজঙ্গলের মাঝে শিকারের নৃত্যগীতের আখড়া ‘গিপিতিচ্ টাঁড়ি’তে গাওয়া হয়। কারন এর মধ্য দিয়ে যুবকদের যৌবনের শিক্ষায় দীক্ষিত করা হয়ে থাকে।

উপসংহার: সাঁওতালি লোকসঙ্গীত লোকসাহত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল। সুরের দিক দিয়ে যেমন বৈচিত্র মন্ডিত তেমনি ভাবের দিক দিয়েও অপূর্ব আবেদন শীল। সাঁওতালি লোকসঙ্গীত জীবন চেতনা, সমাজ চেতনা, বিজ্ঞান চেতনা, ইতিহাস চেতনা, প্রকৃতি ভাবনা, প্রকাশভঙ্গি ও কাব্যতত্ত্বে পরিপূর্ন যা আধুনিক কাব্য সাহিত্যে ও কবিচিত্তে রস প্রেরনা স্বরূপ। এই লোকসঙ্গীতের মধ্যে সাঁওতাল জীবনের ঐতিহ্যপুস্ট কবিকল্পনার প্রকাশ-কলা ও সমসাময়িক ঘটনার শিল্পকৃতি বিশ্বদ্দরবারে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। সাঁওতালি লোকসঙ্গীত সুরের নদী বেয়ে ছন্দের তালে তালে সাঁওতাল জীবনের ইতিকথা ও সাহিত্য সম্পদের পসরা সাজিয়ে জীবন-তরনী কোন সুপ্রাচীন কাল থেকে বয়ে আসছে ।

তথ্যসূত্র:

১। ভৌমিককুমার সুহৃদ (সম্পাদক), সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন, সাহিত্য একাডেমি, নিউ দিল্লি, তৃতীয় মুদ্রন - ২০১৩, পৃষ্ঠা -দেম

২। মুরমু বাবুলাল - হড় সেরেঞ, মার্শাল বাস্কের পাবলিকাশন, ঝাড়গ্রাম, পৃষ্ঠা - ৮১ড

৩। করণ সুধীরকুমার; সাঁওতাল সংস্কৃতির রূপরেখা; করুণা প্রকাশনী; কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ৩৪

৪। ভৌমিককুমার সুহৃদ (সম্পাদক), সাঁওতালি গান ও কবিতা সংকলন, সাহিত্য একাডেমি, নিউ দিল্লি, তৃতীয় মুদ্রন - ২০১৩, পৃষ্ঠা - ৩৯

৫। Bodding P.O. – A Santali to English Dictionary, Gayn Publishing House, New Delhi, 110002, Vol – 5, Page-118

৬। ঋগ্বেদ-সংহিতা- পৃষ্ঠা- ৫২৮

গ্রন্থপঞ্জি:

১। হড় কোরেন মারে হাপরাম কো রেয়াঃ কাথা- রেভারেন্ড এল. ও. স্ক্রেফসরুড, শ্রীগুরু প্রেস, ২৭/১, বিবেকানন্দ, রোড, কোলি ১৪, ২০০৭

২। সাঁওতালি সাহিতের- ইতিহাস পরিমল হেমব্রম; নির্মল বুক এজেন্সি, কলকাৎকাত

৩ । মঁড়ে সিঞ মড়ে ঞিদী - পুরুলিয়ী সাঁওহেৎ মাডের, ২০০৬

৫। হিহিড়িপিপিড়ি - পুরুলিয়ী সাঁওহেৎ মাডের, ২০০

৬। হেসাঃমা চটেরে - সাসাপড়াও ইচ্ মহাদেব হাঁসদা; পুরুলিয়ী সাঁওহেৎ মাডের, ২০১০

৭। বাহা পরব আর হড় সমাজ - ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সন্তোষি প্রিন্টার্স, কোলকাতা- ১১, ২০০২

৮। দাঁসায় দাড়ান রেনাঃ তেতেদ্ পাঁজা- ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সন্তোষি প্রিন্টার্স, কোলকাতা- ১১, ২০০৫

১০। সাঁওহেৎ রেয়াঃ হুনীর তেতেৎ - অঞ্জন কর্মকার, কবিতিকা প্রেশ, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ২০১৯

পত্র-পত্রিকা:

১। তেতরে - সম্পাদকঃ মহাদেব হাঁসদা

২। শিলি - সম্পাদকঃ কলেন্দ্রনাথ মান্ডি

৪। সারসাগুন (বিশেষ সংখ্যা -২০০৮) সম্পাদকঃ মলিন্দ হাঁসদা